দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১ ...

স্কুল ব্যাংকিং ও আরো কিছু অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি ৫৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৫৫টি ব্যাংকেই স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে। ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমে হিসেবের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। ২০১৫ সালে এর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৩৪ হাজার ৯৫৪টি। মার্চ ২০১৬ শেষে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৬৬ হাজার ৮৩টিতে। অর্থাৎ তিনমাসে এর সংখ্যা বেড়েছে ৩১ হাজার ১২৯টি। ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এসব হিসাবের বিপরীতে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪৪ কোটি ১৯ লাখ টাকা আর তিনমাস পর মার্চে এসে এর পরিমাণ কিছুটা কমে গেছে। সেখানে তিনমাস অন্তে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২৭ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এ সময়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে বছরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উঠানো।

ব্যাংকগুলো স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় বিভিন্ন চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় ইয়ং স্টার, ফিউচার স্টার, প্রজন্ম স্টার ইত্যাদি নামে সঞ্চয় স্কিম চালু করেছে। স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এ রকম একটি সঞ্চয়ী হিসেব খোলার জন্য মাত্র ১০০ টাকাই যথেষ্ট। অন্যান্য যেকোনো সাধারণ হিসেব কিংবা সঞ্চয় স্কিমের চেয়ে এর সুদের হার বেশি। তবে এক হিসেবে দেখা গেছে, শহরের তুলনায় গ্রামপর্যায়ে এ হিসেবের সংখ্যা অনেক কম। অথচ শহরের তুলনায় গ্রামীণ পর্যায়েই স্কুল শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গেছে, চলতি বছরের (২০১৬) মার্চ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের পল্লী অঞ্চলের শাখায় খোলা হিসেবের সংখ্যা ৪ লাখ ২ হাজার ৭০৪টি এবং এসময়ে শহরে খোলা হয়েছে ৬ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭৯ টি। আগেই বলেছি সরকারের উদ্দেশ্য হলো একদিকে শিশুবয়স থেকে বাচ্চাদের মাঝে সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা অপরদিকে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের অর্থনৈতিক সঞ্চয়কেও অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে এসে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সহায়তা করা। এসব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির আওতা আরো বাড়ানোর অংশ হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সেবার আওতায় এসেছে ৩২ হাজার পথ ও কর্মজীবী শিশু। ২০১৪ সালের মার্চ মাস থেকে চলতি (২০১৬) বছরের মার্চ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৯২ সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর ব্যাংকিংয়ের আওতায় এসেছে। এসময়ে পথশিশুর পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ২১ লাখ ১২ হাজার টাকা। দেশের ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পথশিশুদের এসব অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে শেষ তিনমাসে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তিনমাস সময়ে আরো ১৫৮টি হিসেব খোলা হয়েছে।

দেশের ১১টি এনজিওর সহায়তায় পথশিশুদের এসব হিসেব পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের ব্যাংকই রয়েছে। আমরা এও জানি যে, একেবারেই ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, নিম্ন-আয়ের মানুষদেরকেও এ সব ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করে জাতীয় অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়েছে। আর এসব কাজের ফসলই হলো দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে উপর্যুপরি আর্থিক উন্নতি। তবে যেহেতু একবার কার্যক্রমটি শুরু হয়েছে তা যে কোনো মূল্যে চালু রাখা দরকার। আর শুধু চালু রাখলেই চলবে না, তাকে আরো গণমুখি ও লাভজনক হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্টকরণে সহায়ক হিসেবে নিয়ে যেতে হবে।

● **লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়**
e-mail: hkabirfmo@yahoo.com